|  |
| --- |
| **জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ** |

**১.০ ভূমিকা**

**১.১ দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে মন্ত্রণালয়/বিভাগের গুরুত্ব:** দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, শিল্পায়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনে জ্বালানি খাতের গুরুত্ব ও ভূমিকা অপরিসীম। সে কারণে একটি কার্যকর এবং আধুনিক জ্বালানি খাতের কোন বিকল্প নেই। জ্বালানি চাহিদা মেটানোর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে সরকার জ্বালানি খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসাবে ঘোষণা করেছে। দেশে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদের বিভিন্ন উৎস অনুসন্ধান, উন্নয়ন, উত্তোলন, আহরণ, আমদানি, বিতরণ এবং দেশের সকল অঞ্চলে পর্যায়ক্রমে জ্বালানি সরবরাহের মাধ্যমে এর সুষম উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এ বিভাগের মূল লক্ষ্য।

**1.2** দেশে অনবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রধান এবং প্রাথমিক বাণিজ্যিক জ্বালানির অন্যতম প্রধান উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস। বিদ্যুৎ ও সার উৎপাদন, শিল্প, সি.এন.জি. এবং গৃহস্থালী খাতে প্রধানত এ গ্যাস ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দেশে ব্যবহৃত বাণিজ্যিক জ্বালানির সিংহভাগ চাহিদা প্রাকৃতিক গ্যাস দ্বারা পূরণ হয়ে থাকে। এ কারণে এটিকে দেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৯৫৫ সালে সিলেটে গ্যাস প্রাপ্তির সূচনা থেকে এ পর্যন্ত মোট ২৮ টি গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার করা হয়েছে। সর্বশেষ ২০২১ সালে জকিগঞ্জ গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। র্বতমানে উৎপাদনরত ২০টি গ্যাস ক্ষেত্রের ১০৫টি কূপ হতে গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে। আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্র সমূহের মোট উত্তোলনযোগ্য গ্যাসের সম্ভাব্য মজুদ (2P) ২৮.৪২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ১৯.১১ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলিত হয়েছে। ফলে বর্তমানে দেশে ৯.৩০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস (জানুয়ারি ২০২২) মজুদ রয়েছে। গ্যাস উৎপাদন এবং বিভিন্ন খাতে তা সুষ্ঠুভাবে বিতরণে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

**২.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট নারী উন্নয়ন বিষয়ক আইন, নীতিমালা ও জাতীয় পরিকল্পনা দলিলের দিক-নির্দেশনা**

নারী উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট দিক নির্দেশনা অনুযায়ী গৃহস্থালী কাজে আধুনিক জ্বালানি সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা, কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য এ বিভাগের আওতাধীন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক হিসেবে নারীদের নিয়োগ করা হচ্ছে। এ বিভাগের আওতাধীন জিএসবি ও পেট্রোবাংলায় অফিস সময়ে কর্মরত নারীর শিশুদের জন্য ডে কেয়ার চালু করা হয়েছে। এলপিজি নারীদের জন্য স্বাস্থ্য বান্ধব জ্বালানি। বিপিসি কর্তৃক চট্টগ্রামে ০১ লক্ষ মেট্রিক টন ক্ষমতার ০১টি এলপিজি বোটলিং প্লান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, মাতারবাড়ি এনার্জি হাব হবে একটি এলপিজি টার্মিনাল নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

**3.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রাসঙ্গিক কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমসমূহ**

* **জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন:** তেল ও গ্যাসের রিজার্ভ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের জনগণের জ্বালানি সুবিধা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে গৃহস্থলি ব্যবহারের ফলে নারীরাই বেশি সুফল ভোগ করছে। তৈল ও গ্যাস অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও উত্তোলনে সক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে দেশের আর্থ সামজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে, যা দারিদ্র্য নিরসন ও নারী উন্নয়নে প্রভাব রাখছে।
* **দেশের সকল অঞ্চলে জ্বালানির সরবরাহ এবং এর দক্ষ ও সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ:** গ্যাস সরবরাহ সুবিধা সম্প্রসারণের ফলে গৃহস্থালি কাজে নারী সুফল পাচ্ছে। চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তেল সরবরাহের মাধ্যমে কৃষি ও সেচ সেক্টরে সংশ্লিষ্ট নারীদের অগ্রগতিতে সহায়তা করা সম্ভব হচ্ছে।
* **তেল ও গ্যাস ব্যতীত অন্যান্য খনিজ সম্পদ আহরণ:** খনিজ সম্পদ উত্তোলন প্রক্রিয়ায় মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, যা নারী উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছে।

**4.০ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ এবং নারী উন্নয়নে এর প্রভাব**

| **ক্রমিক** | **অগ্রাধিকার সম্পন্ন ব্যয় খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)** |
| --- | --- | --- |
|  | গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন | গ্যাসের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে অনুসন্ধান কার্যক্রম জোরদারকরণ অপরিহার্য। অনুসন্ধান কার্যক্রমের মাধ্যমে নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিস্কার সম্ভব হলে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে। গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে নারীদের জন্য জ্বালানি সুবিধা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। এতে তাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে। |
|  | কয়লা খাতের উন্নয়ন | গ্যাসের মজুদ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ায় বিকল্প জ্বালানি হিসেবে কয়লাক্ষেত্রের উন্নয়নের মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। কয়লা খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের জন্য অনেক শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। এ কারণে কয়লা খাতের উন্নয়ন নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে। |
|  | নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি তেলের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ | কৃষি, যোগাযোগ, শিল্প ও বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে জ্বালানি তেলের সরবরাহ অত্যাবশ্যক। চাহিদা অনুযায়ি তেলের সরবরাহ নিশ্চিত করা গেলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত নারীরা বিভিন্নভাবে উপকৃত হবে। |
|  | গ্যাসের সরবরাহ বৃদ্ধি ও গ্যাসের সর্বোত্তম ব্যবহার | গ্যাস নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের মাধ্যমে চাহিদানুযায়ী গ্যাস সরবরাহ করা গেলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছোট বড় শিল্প কারখানা গড়ে উঠবে, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখবে। তাছাড়া, গ্যাসের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব। গ্যাস সুবিধা সম্প্রসারণ করা সম্ভব হলে গ্রামের নারী জনগোষ্ঠী গ্যাস সুবিধার আওতায় আসবে। |
|  | সিস্টেম লস হ্রাস, অপারেশনাল দক্ষতা বৃদ্ধি ও বকেয়া বিল আদায় জোরদারকরণ | গ্যাস বিতরণ ব্যবস্থাপনায় সিস্টেম লস হ্রাস, তেল বিপণনে অপারেশনাল দক্ষতা বৃদ্ধি ও বকেয়া আদায় কার্যক্রম জোরদার করার মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি করা গেলে এ খাতে ভর্তুকির পরিমাণ কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। গ্যাস ব্যবহারে নারীদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বিধায় নারী উন্নয়নের ওপর এর প্রভাব পড়বে। |
|  | **জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা, নীতি র্নির্ধারণী দলিল এবং প্রতিটি মন্ত্রনালয়/বিভাগের নীতি কৌশল যেমন: ৮ম পঝ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বর্ণিত জের্ডার বিষয়ক কার্যক্রমকে অগ্রধিকার প্রদানপূর্বক প্রকল্প/কর্মসূচি/কার্যক্রম গ্রহণ** | প্রতিটি পেট্রোল পাম্পে গড়ে ৬ জন কর্মচারী কাজ করে। পেট্রোল পাম্প বৃদ্ধির ফলে কর্মক্ষেত্র বৃদ্ধির সাথে সাথে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিগত কয়েকটি অর্থ বছরে জ্বালানি তেলের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় জনগণ সরাসরি উপকৃত হচ্ছে। এতে কর্মঘন্টার অপচয় হ্রাস এবং নতুন নতুন কল-কারখানা স্থাপিত হচ্ছে। নতুন নতুন কল-কারখানা স্থাপিত হওয়ায় নতুন চাকুরির সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। কর্মক্ষেত্র বৃদ্ধির সাথে সাথে দারিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নত হচ্ছে। নারী উন্নয়নে সরাসরি কোন প্রভাব নেই। তবে গৃহস্থালির কাজে এলপিজি’র ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় নারীসমাজ উপকৃত হচ্ছে। জ্ঞান অর্জন ও চাকুরিতে সময় বেশী দিতে পারছে এবং জ্বালানি তেলের সহজলভ্যতার ফলে দেশের নারী সমাজ এর সুফল ভোগ করছে। |
|  | **মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক চিহ্নিত জেন্ডার গ্যাপসমূহ নিরসনের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প/কর্মসূচি/কার্যক্রম গ্রহণ** | **গৃহস্থালি কাজে বিশেষ করে রান্নায় নারীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। গৃহস্থালি কাজ সহজ করার জন্য বিপিসি কর্তৃক চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে ১.০০ (এক) লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন ক্ষমতার এলপি গ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া কক্সবাজারের মহেশখালী মাতারবাড়ী এলাকায় ১০-১২ লক্ষ মেট্রিক টন অপারেশনাল ক্ষমতার এলপিজি টার্মিনাল নির্মাণ করা হবে, যা হতে বেসরকারি প্লান্টে বাল্ক আকারে এলপি গ্যাস সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এ প্রকল্পসমূহ পরিবেশ বান্ধব ও আধুনিক পদ্ধতিতে অপারেশন কার্যক্রম পচিলনা করা হবে। এতে এলপি গ্যাস সহজলভ্য ও নারী সমাজ সুফল ভোগ করবে। নতুন কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি হবে।**  |

**5.০ বিভাগের মোট বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২3-24** | **সংশোধিত 2022-২3** | **বাজেট 2022-২3** | **প্রকৃত 2021-22** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

**6.০ বিগত অর্থবছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ**

**6.১ বিগত অর্থবছরে জেন্ডার বাজেট প্রতিবেদনে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতি :**

| **ক্রমিক নং** | **বিগত বছরের সুপারিশকৃত কার্যাবলি** | **অগ্রগতি** |
| --- | --- | --- |
| ১ | জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ সেক্টরে নারীদের চিহ্নিতকরণ, সমান অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিতকরণ | খনিজ সম্পদ উত্তোলন প্রক্রিয়ায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, যেখানে নারীরাও অংশীদার। দেশের বিভিন্ন খনি ইজারা, কোয়ারি ইজারা ও অনুসন্ধান লাইসেন্স কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী শ্রমিকগণের মধ্যে একটি বড় অংশ নারী শ্রমিক। ফলে লাইসেন্স ও ইজারা কার্যক্রম নারী উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। |
| ২ | ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাগণকে সুলভে গ্যাস সরবরাহ এবং আয় বর্ধক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ |  চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তেল সরবরাহের মাধ্যমে কৃষি ও সেচ সেক্টরে সংশ্লিষ্ট নারীর অগ্রগতিতে সহায়তা করা সম্ভব হচ্ছে। নারী উদ্যোক্তাদেরকে তাদের প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সরবরাহে অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে। |
| ৩ | রান্নার কাজে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানি সাশ্রয় ও নারীদের স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাসের ব্যবস্থা গ্রহণ | গ্যসা সুবিধা সপ্রসারণের ফলে গৃহস্থালি কাজে নারী সুফল পাচ্ছে। |

**6.২ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট কাজের ক্ষেত্রে নারীর জীবনমান:** এ দেশে গৃহস্থালি কাজে জ্বালানি হিসেবে গ্যাস ব্যবহার করা হয়। সাম্প্রতিক সময়ে দেশীয় গ্যাসের উত্তোলন বৃদ্ধির পাশাপাশি আর-এলএনজি গ্রিডে যুক্ত হওয়ায় প্রয়োজনীয় চাপে সামগ্রিক গ্যাস সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে, শহরাঞ্চলের গৃহস্থালি কাজে সম্পৃক্ত নারীরা অনেকটা স্বস্তি পেয়েছে। কারণ গ্যাস ব্যবহারের মাধ্যমে প্রচলিত গ্রামীণ জ্বালানির তুলনায় তারা অল্প সময়ে রান্নার কাজ শেষ করতে পারে। এতে নারীদের কর্মদক্ষতা যেমন বৃদ্ধি পায় তেমনি তারা স্বাস্থ্য ঝুঁকিও এড়াতে পারে। গৃহস্থালি খাতে ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রতিদিন প্রায় ৩৬৭.৬৭ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া এলপিজি সিলিন্ডারের সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় ক্রেতারা সহজে ডিলারদের নিকট থেকে সিলিন্ডার ক্রয় করতে পারছে।

**7.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে** প্রতিবন্ধকতাসমূহ

নারী ‍উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জ্বালানি আমদানি মূল্য অনেক বেশি হওয়ায় সাশ্রয়ী মূলে জ্বালানি সরবরাহের লক্ষমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। জ্বালানি সেক্টরের কর্মকান্ড মাঠ পর্যায়ে বিস্তৃত। গ্যাস উৎপাদন, অনুসন্ধান কার্যক্রম অত্যন্ত কষ্টসাধ্য কাজ। এসব কাজে নারী জনগোষ্ঠী এগিয়ে আসছে না। তেল/গ্যাস কোম্পানিসমূহের সদর দপ্তর দেশের বিভিন্ন স্থানে হওয়ায় নারী কর্মীগণ তাদের পরিবার অন্যত্র রেখে কর্মস্থলে অবস্থান করার আশংকায় এ সেক্টরে নারীদের অংশগ্রহণ তুলনামূলক কম।

**৮.০ ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা এবং পরিবেশের নিরাপত্তায় নারীর অবদান স্বীকার করে পরিবেশ সংরক্ষণের নীতি ও কর্মসূচিতে নারীর সমান অংশগ্রহণের সুযোগ ও জেন্ডার প্রেক্ষিতে প্রতিফলিত করার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।
* জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ সেক্টরে নারীদের চিহ্নিতকরণ, জ্বালানি সাশ্রয়ে নারীদের ভূমিকা নিয়ে যথোপযুক্ত প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ ও ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাগণকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্যাস সরবরাহের বিষয়ে এ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।